অজ্ঞতার আত্মকথন

-বিপ্লব

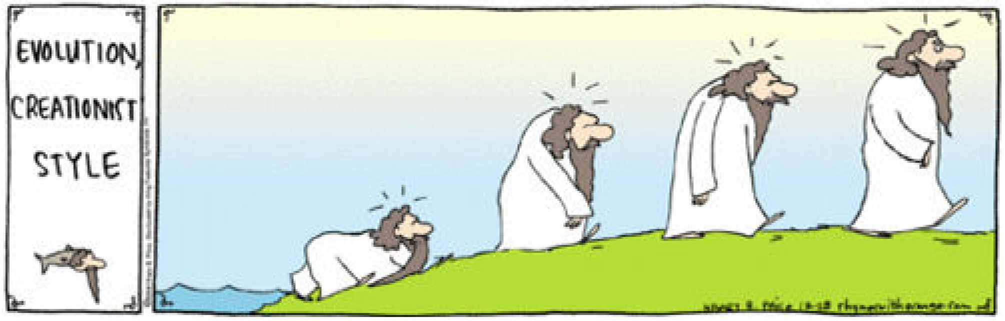

ধর্মনিয়ে আমার পড়াশোনা গত দুই দশকের। প্রায় সমান্তরাল ভাবেই বিজ্ঞানের নানান শাখায় আমার উৎসাহ। দুই দশকের পর্যবেক্ষন থেকে একটা ব্যাপার খুপ স্পষ্ট-তিন শ্রেনীর লোকের মতি ঈশ্বরে বা সৃষ্টিকর্ত্তায়। বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নিরক্ষর, বিজ্ঞানে সাক্ষর (মানে লাইনগুলো পড়তে পারে কিন্তু বোঝে না) কিন্তু অজ্ঞ এবং ব্যবসায়ী (যেমন মোল্লা এবং স্বামীজিরা)। ঈশ্বর থাকুক বা না থাকুক, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা খারাপ নয়-সমস্যা হচ্ছে বিশ্বাস করতে গিয়ে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি লোপ পেয়ে, প্রায়শই সে হয়ে ওঠে খোদার খাসি। খোদার খাসিরা আবার তিন প্রকারের-এক ডাইরেক্ট একশন টিম-যেমন বিন লাদেন তথা যাবতীয় সুইসাইড বোম্বার। অর্থাৎ খোদার জন্য যুপকাষ্ঠে যাদের গলাটা আগে থেকেই লম্বা। দুই নাম্বারে আছে ধর্মীয় অস্তিত্ববাদের সংকটে ভোগা সাধারণ লোক। যারা ঈশ্বরের নামে অন্যের গলা হয়তো কাটবেন না-কিন্তু খোদার একনাম্বারের খাসিরা যখন বাংলাদেশ-পাকিস্থান-গুজরাতে একশ্যানে, দুই নম্বররা নীরব থেকে জানাবেন নৈতিক সমর্থন। এরা হচ্ছে ভারতে বিজেপি এবং বাংলাদেশে বি এন পি তথা জামাতের ভোটার বেস।

আরেক ধরনের খাসি ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে তৈরী হয়-যারা ঈশ্বরবিশ্বাসে গদগদ হয়ে বিজ্ঞানে ধর্মের সপক্ষে সমর্থন খোঁজে। বা বিজ্ঞান দিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রমান দাখিল করেন। ইন্টারনেটের তথ্যদূষনের যুগে, এই শ্রেনীর পোয়া বারো। বিবর্তনের ওপর রিভিউ লিখতে গিয়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া-কি মারাত্মক! ইন্টারনেটে বিবর্তনের ওপর যদি একটা ভালো লেখা পান, বিরুদ্ধে পাবেন অন্তত কুড়িটা অপ-বিজ্ঞান। অপবিজ্ঞানদের পাঠক অর্ধশিক্ষিত শ্রেনী-যাদের শব্দ এবং বাক্যজ্ঞান আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের কোন বেস নেই। এই শ্রেনীর জন্য লেখা হাজার হাজার 'গবেষনা পেপার'-তাতে বৈজ্ঞানিক জার্গন মানে শব্দের ছড়াছরি। এই ধাপ্পাবাজি আমি না হয় দুমিনিটেই বুঝে যাবো-কিন্তু সাধারণ লোক ইনফর্মেশন থিওরেম, মলিকিউলার ইভোল্যুউশন ইত্যাদি শব্দ দেখে ভাবে বিজ্ঞানীরা বোধ হয় সত্যি লোক ঠকাচ্ছে। সেদিন আমার কোম্পানীর টেকনিশিয়ান জেফ আমাকে কতগুলো লিঙ্ক ফরওয়ার্ড করেছিলো- টেষ্টামেন্টের জেনেসিস ঠিক এবং বিবর্তন ভুল! লেখাটাতে অপবিজ্ঞানের চর্চায় লেখক এবং পাঠক -উভয়ের প্রতি আমার খুব করুণা হলো। মানুষ ধর্মের হিরোইন খেয়ে এই ভাবেও সময় নষ্ট করে! জেফকে অপবিজ্ঞান বোঝাচ্ছিলাম-এর মধ্যে আমারই এক সুন্দরী সহকর্মিনী আলোচনায় যোগ দিয়ে জানালেন বিজ্ঞানের উচিত বাইবেলের সত্যকে প্রমান করা! কারণ পৃথিবীতে বাইবেলই ঠিক-বাকী সব ধাপ্পা! ব্যাস! বোঝ ঠেলা!

জেফ বা লরেন বিচ্ছিন্ন কোন উদাহরন নয়। ইদানিং রায়হান নামে এক ধর্মবিশ্বাসী উঠে পড়ে প্রমান করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানের অলজ্ঘ্য নির্দেশ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের এবং কোরানের অভ্রান্ত সত্যের প্রতি। কোরানের দুই এর সাথে নিজের মানবিক দুই সমান চার করে, সে কোরানকে মানবিক প্রমান করার চেষ্টা

চালাচ্ছে। ব্যাপারটা আমার ভালোই লাগে। কারণ মোল্লাদের কোরান ব্যাখ্যা করতে দিলে ব্যাখ্যার ওই বাকি দুটোই অমানবিক লেবুর রস ঢেলে ঘৃণা এবং সন্ত্রাসের ছানা কাটতো। যেমনটা এখনকার মাদ্রাসাগুলোতে হয়-সন্ত্রাসবাদের মশাচাষ। আজ থেকে একশো দেড়শো বছর আগে হিন্দু ধর্মের সংস্কারকরা ঠিক এই কাজটাই করতেন বেদ নিয়ে-বেদের দুটো শব্দ আর নিজের দুটো ঢুকিয়ে, একটা মানবিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতেন ইনারা। যেহেতু অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্ধ এবং কোরানকেই বিশ্বাস করবে, সুতরাং কোরানের মানবিক এবং যুগপোযুগী ব্যাখ্যা দাও। যদিও ধর্মগ্রন্থ মানে এই বিজ্ঞানের যুগে নেহাতই ফালতু সময় নষ্ট, মানুষের সাথে মানুষের বিভেদ বাড়ানো এবং মেয়েদের সর্বনাশ করা-তবুও মোল্লাদের জান্তব বা জঙ্গালের ইসলামের চেয়ে বোধ হয় রায়হানের চেষ্টা মন্দের ভালো। মধ্যে মধ্যে রায়হান অন্যধর্ম না জেনে ইসলামের ঢাক পেটাচ্ছিলেন-সেখানে একটু বকাবকি করলে, ঠাকুর ঘরে কে আমিতো কলা খায় নি টাইপের ডায়ালোগ মারছিলো। এই পর্যন্তও ঠিক আছে।

গোল বাধলো বিজ্ঞান দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে প্রমান করতে গিয়ে। ইন্টারনেটের যাবতীয় অপবিজ্ঞান তুলে এনে সে নাস্তিকদের ভাবাতে চাই। যদিও ইন্টারনেট থেকে টোকা প্রতিটি তথ্য এবং প্রমানে এতো বাজে ভুল, লেখাটা পড়তে পড়তে হাঁসিতে আমার পেট ফুলে ঢোল। এর মধ্যে অভিজিৎ এবং জাহেদ ওর ভুলগুলো ধরাতে গেলো। কিন্তু রায়হান সাহেবের গোঁ-না তার মূলবক্তব্য নাকি এই মহাবিশ্বে এতো ডেরারমিনিস্টিক প্রসেস বা নির্নায়াক আছে সেগুলো সৃষ্টিকর্ত্তার অনুমোদন বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি না হয়ে না কি যায় না। অন্য সমস্ত পয়েন্টগুলো অভিজিৎ রায় এবং জাহেদ আহমেদ ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তার এইও পয়েন্ট টাই নাকি কেও ছুঁয়ে দেখেনি-এবং এটাই নাকি মোক্ষম প্রমাণ সৃষ্টিকর্ত্তার!! আমি রায়হানের লেখার অংশ তুলে দিচ্ছিঃ

///

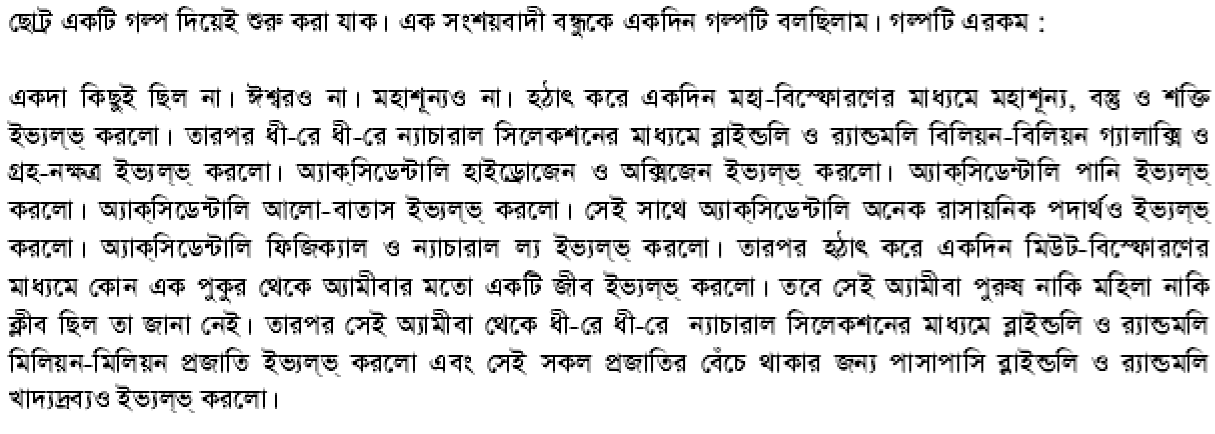

ছোট্ট একটি গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। এক সংশয়বাদী বন্ধুকে একদিন গল্পটি বলছিলাম। গল্পটি এরকম :

একদা কিছুই ছিল না। ঈশ্বরও না। মহাশূন্যও না। হঠাৎ করে একদিন মহা-বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাশূন্য, বস্তু ও শক্তি ইভ্যলভ্ করলো। তারপর ধী-রে ধী-রে ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সি ও গ্রহ-নক্ষত্র ইভ্যলভ্ করলো। অ্যাকসিডেন্টালি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ইভ্যলভ্ করলো। অ্যাকসিডেন্টালি পানি ইভ্যলভ্ করলো। অ্যাকসিডেন্টালি আলো-বাতাস ইভ্যলভ্ করলো। সেই সাথে অ্যাকসিডেন্টালি অনেক রাসায়নিক পদার্থও ইভ্যলভ্ করলো। অ্যাকসিডেন্টালি ফিজিক্যাল ও ন্যাচারাল ল্য ইভ্যলভ্ করলো। তারপর হঠাৎ করে একদিন মিউট-বিস্ফোরণের মাধ্যমে কোন এক পুকুর থেকে অ্যামীবার মতো একটি জীব ইভ্যলভ্ করলো। তবে সেই অ্যামীবা পুরুষ নাকি মহিলা নাকি ক্লীব ছিল তা জানা নেই। তারপর সেই অ্যামীবা থেকে ধী-রে ধী-রে ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি মিলিয়ন-মিলিয়ন প্রজাতি ইভ্যলভ্ করলো এবং সেই সকল প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য পাসাপাসি ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি খাদ্যদ্রব্যও ইভ্যলভ্ করলো।

গল্পটা শেষ না হতেই বন্ধুর রিয়্যাকশন - স্টপ! স্টপ! স্টপ! ডোন্ট কন্টিনিউ দিস কাইন্ড অব গ্র্যান্ড'মা স্টোরি! এই ধরনের আজগুবি কাহিনী তোকে কে শুনালো রে?

///

রায়হানের আরেক অমৃত বচনঃ

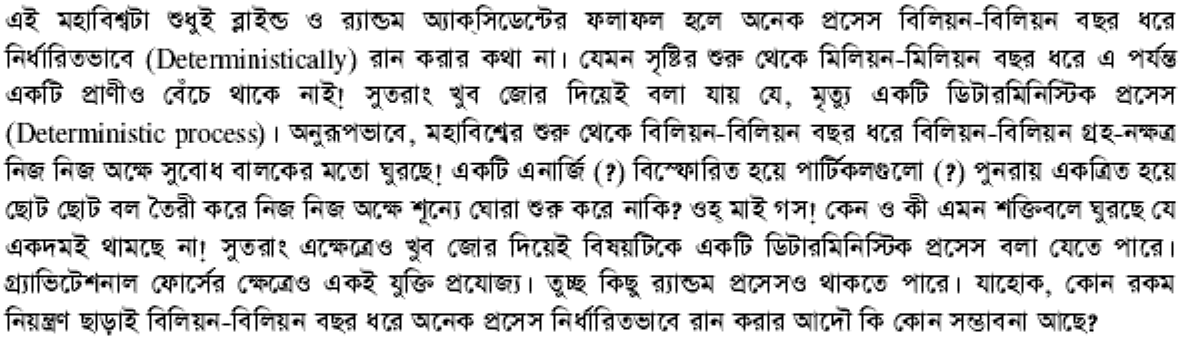

এই মহাবিশ্বটা শুধুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম অ্যাকসিডেন্টের ফলাফল হলে অনেক প্রসেস বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে নির্ধারিতভাবে (Deterministically) রান করার কথা না। যেমন সৃষ্টির শুরু থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর ধরে এ পর্যন্ত একটি প্রাণীও বেঁচে থাকে নাই! সুতরাং খুব জোর দিয়েই বলা যায় যে, মৃত্যু একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস (Deterministic process)। অনুরূপভাবে, মহাবিশ্বের শুরু থেকে বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ অক্ষে সুবোধ বালকের মতো ঘুরছে! একটি এনার্জি (?) বিস্ফোরিত হয়ে পার্টিকলগুলো (?) পুনরায় একত্রিত হয়ে ছোট ছোট বল তৈরী করে নিজ নিজ অক্ষে শূন্যে ঘোরা শুরু করে নাকি? ওহ্ মাই গস! কেন ও কী এমন শক্তিবলে ঘুরছে যে একদমই থামছে না! সুতরাং এক্ষেত্রেও খুব জোর দিয়েই বিষয়টিকে একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস বলা যেতে পারে। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তুচ্ছ কিছু র‍্যান্ডম প্রসেসও থাকতে পারে। যাহোক, কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে অনেক প্রসেস নির্ধারিতভাবে রান করার আদৌ কি কোন সম্ভাবনা আছে?

/////

লেখাটা পড়ে আমিও খুব প্রাণ খুলে হাঁসলাম। এই মহাবিশ্বের যা কিছু-আমি, রায়হান, আপনি, পৃথিবী সমস্ত সৃষ্টিই-আসলে একটা র‍্যান্ডম সিষ্টেম। তা না হলে আপনি জানতেন আজ থেকে একবছর বা একদিন বাদে আপনি ঠিক কি করবেন। পদার্থের ধর্ম-যথা তাপমাত্রা, আকার, বিকিরণ যাবতীয় কিছু অনুপরমাণুর এঞ্জেম্বল বা পুঞ্জের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিকাশ। অর্থাৎ আমাদের দেহের অসংখ্য অনুপরমানূরা নিজেদের মধ্যে নিয়ত র‍্যান্ডম সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং এই অগুন্তি র‍্যান্ডম সংঘর্ষের ফলে পদার্থের ধর্ম-যথা চাপ-তাপমাত্রা এবং আকার রূপ পাচ্ছে। এই র‍্যান্ডম সংঘর্ষের ফলেই তরল, কঠিন, গ্যাস এবং প্লাজমারা তাদের ধর্ম পাচ্ছে। যার সম্মিলিত আরো জটিল প্রকাশ জীবজগৎ-যা পুরোটাই র‍্যান্ডম সিষ্টেম। তবুও এর মধ্যে যে ডেটারমিনিজম আসে-সেটা সংখ্যাতত্ত্বের গড় এবং ভ্যারিয়েন্স দিয়েই বিজ্ঞানে যাবতীয় ব্যাখ্যা হয়। পদার্থবিজ্ঞানে সংখ্যাতাত্ত্বিক বলবিদ্যার (Statistical Mechanics) প্রাথমিক পাঠ পড়া থাকলে, এমন লোকহাঁসানো বক্তব্য রায়হান লিখতেন না। গত একশো বছরে হাজার হাজার পরীক্ষার ওপর তৈরী হয়েছে ফার্মি ডিরাক আর বোস আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব। রায়হানের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হলে পদার্থবিজ্ঞানের এই প্রাথমিক পাঠটুকুও ভুলতে হয়।

তার মতে মানুষের মৃত্যু নাকি একটা ডেরামিনিষ্টিক প্রসেস! কোন মৃত্যু? মানুষের কোষ সমূহ অসংখ্যবার জন্মাচ্ছে। মারা যাচ্ছে। আমি যখন মারা যাচ্ছি, তখন আমার শরীরের কোন অনুটি, আমার জন্মের সময় ছিলো? জন্মের কথা ভুলে যান। আজকের আমি আর দুই বছর পূর্বের আমির মধ্যের কটি অনুপরমাণু বদলায় নি? বলতে গেলে আজকের আমি আর এক বছর আগের আমির মধ্যে সব দেহকোষতো বদলেছেই-অনুপরমানুর দলও সব আলাদা! যেটা মৃত্যু বলে আমরা দেখি-সেটা আমার জৈবিক মৃত্যু শুধু নয়। তথ্যমানব বা আমার চেতনার মৃত্যু। প্রতি মুহুর্ত্তেই আমার কোষসমুহের মৃত্যু হচ্ছে-অর্থাৎ আমার জৈবিক মৃত্যু হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং বেশ র‍্যান্ডম ভাবে। কিন্তু চেতনা বেঁচে আছে।

মানব চেতনারও তথ্য মডেল হয় এবং সেটাও র‍্যান্ডম মডেল-এবং গোটা তথ্যবিজ্ঞানটাই দাঁড়িয়ে আছে তাপগতিরাশিবিজ্ঞানেরব ওপর। মানবচেতনার কোয়ান্টাম মডেল নিয়ে সময় নষ্ট করবো না-কারণ পাতি কিছু ভুলভাল লেখার যুক্তি ভাংতে তা হবে উলু বনে মুক্ত ছড়ানো।

মানুষের মৃত্যু মানে চেতনার মৃত্যু। সেটা আবার কি করে ডেটারমিনিস্টিক হলো? রায়হান কি জানেন আমি কবে মারা যাবো? না ও নিজে কবে মারা যাবে? ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?

মানুষ মারা যায় এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। কোন প্রসেস না।

মানুষের মৃত্যুটাকে যদি পদ্ধতি হিসাবে ভাবতে হয়-তাহলে প্রথমে একটা সিষ্টেম দাঁড় করাতে হবে। এবং সেই সিষ্টেমের মৃত্যু-সময়ের স্কেলে ভাবলে বোঝা যাবে সিষ্টেমটা ডেটারমিনিষ্টিক না কি র‍্যান্ডম।

এখন যদি মানুষের মৃত্যু বলতে দেহকোষের মৃত্যুকে বোঝায়-সেটাতো র‍্যান্ডম পদ্ধতি! চেতনার মৃত্যুও কবে হবে কেও জানে না কি? সেটাও র‍্যান্ডম।

প্রসেস আর আর ল, পদ্ধতি এবং সুত্রর মধ্য পার্থক্য আমরা শিখেছি সেই ছোটবেলায় স্কুলে। ঈশ্বর এবং কোরানে গদগদ হয়ে বিশ্বাস করতে গিয়ে রায়হান স্কুলের বিদ্যাটুকুও গোল্লা মেরে বসে আছেন এবং ইন্টারনেট থেকে দেদার টুকে ভাবছেন, একটা যুক্তি দাঁড়ালো আর কি! বাহ!

সে নাকি জানে এই পৃথিবীর ঘুর্ণন, মহাবিশ্বের বিবর্তন সবই 'ডেটারমিনিষ্টিক' প্রসেস! বাহ! কাল একটা ধূমকেতু বা উল্কা ধাক্কা মারলেই সবশেষ! এরকম দুটো উল্কা অতীতে ধাক্কা মেরেছিলো বলেই সত্তর মিলিয়ান বছর আগে বৃহৎ সরীসৃপরা লুপ্ত হয় এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিবর্তিত হতে থাকে দ্রুত গতিতে। মানে এই র‍্যান্ডম ধাক্কা না খেলে, আজ পৃথিবীর বুকে মানুষও জন্মাতো না-আর খোদার খাসিদের তথ্য,সংস্কৃতি, মানবতা এবং সভ্যতা দূষনের এইসব অত্যাচারও আমাদের সহ্য করতে হতো না।

পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে রায়হান ডেটারমিনিষ্টিক বা র‍্যান্ডম প্রসেস কি সেটাই বোঝে না। অনেকেই বোঝে না- ঠিক আছে এটার জন্য আমি ওকে না হয় ক্ষমা করে দিলাম। আমি নিজেই ব্যাপারটা গভীরে শিখেছি পি এইচ ডির সময়-ইটো ক্যালকুলাস শিখতে গিয়ে। কিন্তু বুয়েট থেকে পাশ করা একটা ইঞ্জিনিয়ার জানবে না সূত্র (ল) আর পদ্ধতির (প্রসেস) মধ্যে পার্থক্য!? এটা আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় ও ব্যাপারটা জানতো -কিন্ত ধর্মের অন্ধ নেশায় অর্জিত বিদ্যা সব ভুলে বসে আছে। দুটো একটা বৈজ্ঞানিক টার্ম না জেনে ব্যবহার করে অন্যান্য ক্রিয়েশনিষ্টদের মতো তথ্যদূষন এবং অপবিজ্ঞান সৃষ্টি করার চেষ্টা স্বামীজি থেকে ইভানজেনিলিষ্ট সবার মধ্যেই দেখেছি। এগুলোতে ওরও সময় নষ্ট-আমাদেরও সময় নষ্ট।

এবং এইসব আবোলতাবোল খাওয়ার লোকেরও অভাব নেই। সেটা জেফ বা লরেনের সাথে কথা বলেই বুঝেছি। ভারতে স্বামীজিদের শিষ্যকূলেও দেখেছি। স্বামী প্রেমানন্দের এক শিষ্য একবার বললেন তার গুরু সর্বজ্ঞানী-আধুনিক বিজ্ঞান সব জানেন। তুমি যা বলবে তারই উত্তর পাবে। আমাকে টেনে নিয়ে গেলো। প্রেমানন্দের দশলাখ শিষ্য-একশোর ওপরে আশ্রম পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং বিদেশ মিলিয়ে। গুরুজী বিরিঞ্চিবাবার মতন বললেন

-বেদ হচ্ছে আদিজ্ঞান। তাতেই মহাবিশ্বের সবকিছু লেখা আছে
আমি বললামঃ
-আচ্ছা ডিরাক ইকুয়েশনটা বেদের কোন পাতায় লেখা আছে?
-ডিরাক ইকুয়েশনটাকি?
-কোয়ান্টাম জগৎ এবং বাস্তবতা যা মেনে চলে।
-আছে, আছে ও সব আছে। বেদের আরো গভীরে ঢুকে তোমাকে বুঝতে হবে।

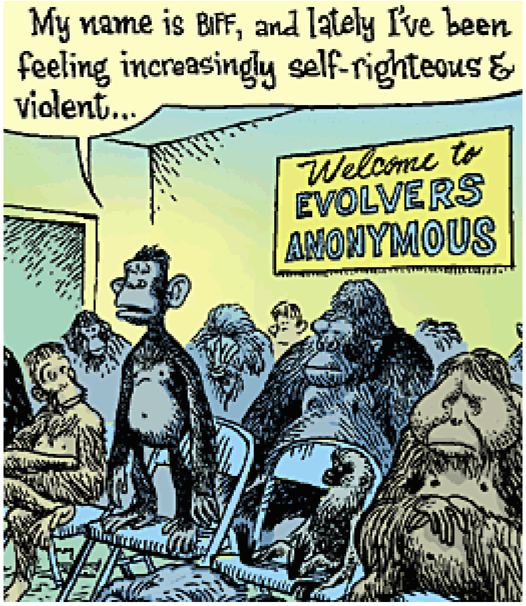
My name is BIFF, and lately I've been feeling increasingly self-righteous & violent...
Welcome to
EVOLVERS
ANONYMOUS

-বেদ পড়া আছে। আপনি কোথায় আছে সেটা শুধু বলুন।
-বেদ মানুষের মনের চলচ্চিত্র-কোয়ান্টাম তো মানুষের ই সৃষ্টি না কি?
-তাহলে বেদ মানুষের সৃষ্টিনয় কেন?
-কারণ তা ব্রহ্মা হতে সৃষ্টি।
-তাহলে মানুষ পর্যন্ত কোয়ান্টাম ব্যাপারটা জেনে গেলো-ব্রহ্মা জানতেন না। এটা কেমন হলো মশাই?
-তর্ক করলে এই ব্রহ্মবিদ্যা জানা যায় না। সাধনার ব্যাপার।
-তা এতদিন সাধনা করেও আপনি ডিরাক ইকুয়েশনটা জানলেন না কেন? ওটাতো পর্দাথবিদ্যার মূল সমীকরণ।

প্রেমানন্দের দুই শিষ্য এর মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়েছিলেন। অবস্থা এমন হতে পারে জেনে আমি বেশকিছু গুন্ডাগর্দি বন্ধুদের সাথেই গিয়েছিলাম। গুরু কিন্ত তার শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন নি। আমি শেষে বললাম, আপনি মানুষের জন্য হাঁসপাতাল, স্কুল গড়ছেন, ভালো কথা। আমিও চাঁদা দেবো-কিন্তু নামে ধর্মের জন্য অপবিজ্ঞানের প্রচার করবেন না।

রায়হানের ব্যাপারটাও সেরকম। কোরানের মানবতা নিয়ে যতো খুশি লিখুন। সমর্থন রইলো। কিছুদিন আগে তার লেখা পড়ে জানলাম ইসলাম মেয়েদের প্রতি মানবিক-কারণ হিন্দু ধর্মে সতিদাহ আছে, কিন্তু ইসলামে নেই! আমি কিন্তু প্রশ্ন করবো না ভারতে গত দুই দশকে সতিদাহ হয়েছে মোটে দুটি-সে তুলনায় সিরিয়া, নাইজেরিয়া এবং ইরানে 'নষ্টমেয়েদের' পাথর দিয়ে মেরে ফেলার ব্যাপার ঘটেছে অনেক অনেক বেশী। কারণ সেটা প্রশ্ন করলে উনি বলবেন পাথর মারাতো কোরানে নেই! একবারো ভাববে না, কোন হিন্দুও বলতে পারে, সতিদাহতো গীতাতে নেই, তাই হিন্দুধর্ম মানবিক! কোরান আর গীতাতে নেই বললেই কি ধর্মের পাপ খালাস? এটা হাস্যকর ব্যাপার। কারণ ধর্মের ভিত্তি কোরান বা গীতা কোনটাই না-সবটাই সামাজিক বিবর্তন। যার দুটো পা-এক ধর্মের নামে সামন্ততান্ত্রিক শোষন অব্যাহত রাখা এবং দুই মেয়েদেরকে ধর্মের আফিং খাইয়ে নিজের জিনের সন্তান হাঁসিল করা। সেই জন্য গীতা বা কোরানে যা লেখা আছে তাই দিয়ে হিন্দু বা ইসলামের সংস্কৃতি তৈরী হয় নি। অবশ্য এতদূর বুঝতে তাকে সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস নিয়ে যে পড়াশোনা করতে হবে-তার সামান্যতম জ্ঞানও তার নেই। সুতরাং

কোরানের মানবিক ব্যাখ্যা দিয়ে যান। কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করবেন না। এতে সমাজের অশেষ ক্ষতি হয় এবং আপনি নিজেও খেলো হবেন।

যাইহোক রায়হানের বাকী যুক্তিগুলি যে পাগলের প্রলাপ, মিথ্যাকথন এবং অজ্ঞানের অপলাপ, তাই নিয়ে অভিজিৎ এবং জাহেদ লিখেছেন। সেগুলো নিয়ে আর লিখছি না। লিঙ্কগুলো এখানে দিচ্ছিঃ

http://www.mukto-mona.com/Articles/jahed/god_horse_egg211106.htm
http://www.mukto-mona.com/Articles/jahed/god_horse_egg_partII.htm
http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/37752

http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/37778

বিজ্ঞান শত শত বিজ্ঞানীর পরিশ্রমের ফলে গড়ে ওঠা জ্ঞান। কেও যদি ভেবে থাকেন সেই হাজার হাজার বুদ্ধিমান মানুষের তৈরী জ্ঞান এবং বিশ্লেষন কোরান, গীতা, বাইবেল ইত্যাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থে আছে এবং তা এই সব ঐশী গ্রন্থের সাথে সংগতিপূর্ণ, আমি শুধু বলবো-তাদের দেহটা মানুষের। কাঁধের ওপর মাথাটা হয় নেশাখোর না হয় পাগোলের না হয় গাধার। রায়হানকে আপাতত ধর্মের নেশাখোরের দলেই রাখছি। এরপরেও বিজ্ঞানেব ব্যাপারে লেখায় সতর্ক না হলে গাধার দলে রাখবো।

ক্যালিফোর্নিয়া ১১/২৯/০৬